

কূপজলে দেখা'ব আশ্চর্য্য বিভীষিকা।  
 লোক সংঘটন হবে নাহি লেখা জেঁকা।।  
 নদী পার নিব নাবিকের নয় নিয়া।  
 নাবিক ছাড়িবে কর্ণ অসাধ্য হইয়া।।  
 গোছাল রুধির ক্লেদ টিপ্তনী তরণী।  
 মুচির নৌকায় পার হইবে ব্রাহ্মণী।।  
 হাড়ি-মুচি যবন-ব্রাহ্মণ আদি করি।  
 যাতায়াতে ফেলাইব পথ রুদ্ধ করি।।  
 শ্রাদ্ধোৎসর্গ তণ্ডুল পরশে প্রেমশূন্য।  
 অজালোম পরশনে ভক্তি হয় চূর্ণ।।  
 অজারক্ত খাওয়াইব কূপ জলে ধুয়ে।  
 যাজনিক ব্রাহ্মণেরে দোকানী বানায়ে।।  
 তাহার মিস্তান খাওয়াইব বাজারেতে।  
 যাতে ভক্তি লোপ হয় তব কল্যাণেতে।।  
 ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রয়েছে নিশানা।  
 পাপ-পূর্ণ বসুন্ধরা শস্য জন্মিবে না।।  
 গাভী হবে দুগ্ধহীনা ফলহীন বৃক্ষ।  
 নদনদী খাল বিল ক্রমে হ'বে শুষ্ক।।  
 মারুতির ক্রোধ ছিল তাহা কোথা যাবে।  
 সেই শাপ মনস্তাপ অবশ্য ভুঞ্জিবে।।  
 মাতৃপিতৃ ভাতৃভাত খাইবে যাচিয়া।  
 নরকে মজিবে ধর্ম পালিতে নারিয়া।।  
 রাবণের চেড়ী করে সীতাকে পীড়ন।  
 তাহা দেখি কুপিলেন পবন নন্দন।।  
 সেইকালে আছাড়িয়া লইত জীবন।  
 তাহা না করিল শুনি সীতার বারণ।।  
 জন্মান্তরে তাহারা হইবে রোগযুক্ত।  
 তাহারা হইবে সব কূপতীর্থ ভক্ত।।  
 সধবা বিধবা সব ডুবা'বে সে কূপে।  
 এই দশা হ'বে হনুমান বীর কোপে।।  
 নৈষ্ঠিক প্রেমিক ভক্ত-পদ-শিরে-ধরি।  
 গৌরাঙ্গের হাটে গিয়া বলা'ব হরি হরি।।

না মানিবে শিব-দুর্গা কৃষ্ণ প্রেমে বাম।  
 হরিনাম না লইবে বলি মরা নাম।।  
 এরদপ দুষ্কৃতি কর্মে ধর্ম-কর্ম-ক্ষয়।  
 বিস্তারি লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।।  
 এরূপে বৈষ্ণব ধর্মে পড়ে গেল ক্রটি।  
 সেহেতু ঘুচাতে বৈষ্ণবের কুটিনাটী।।  
 যুগে যুগে করে প্রভু ভূভার হরণ।  
 দুষ্কৃতি বিনাশ আর ধর্ম সংস্থাপন।।  
 ব্যাসের কলম আছে ভাগবতে শ্লোক।  
 স্বয়ং এর মুখ বাক্য প্রতিজ্ঞা পূর্বক।।  
 “পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।  
 ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তাবামি যুগে যুগে”।।  
 দ্বাপরেতে যদুবংশ অনেকে হইল।  
 নিজ বংশ ধ্বংস বাঞ্ছা কেন বা করিল।।  
 আপনি এলেন ভার হরণ করিতে।  
 ভাবিলেন আরো ভার হ'ল আমা হ'তে।।  
 যদি বল তারা সতী গাঙ্কারীর শাপ।  
 শ্রীকৃষ্ণ ভাবিল কেন মম বংশে পাপ।।  
 আপনি রাখিতে হরি ব্রাহ্মণের মান্য।  
 হৃদয়ে ধরিল ভৃগুমুনি পদচিহ্ন।।  
 যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের সময়।  
 স্বহস্তে ব্রাহ্মণপদ শ্রীকৃষ্ণ ধোয়ায়।।  
 দুর্বৃত্ত যদু বালক কা'রে নাহি মানে।  
 অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে না মানে ব্রাহ্মণে।।  
 শাম্বের পেটেতে কেন মুষল বাঁধিল।  
 কপালে সিন্দুর দিয়া শাড়ী পরাইল।।  
 পথিমধ্যে বসাইল নারী সাজাইয়া।  
 দুর্বাসাকে কহে সবে কপট করিয়া।।  
 ‘কহ মুনি এই গর্ভে হ'বে কি সন্তান?’  
 দ্বিজে উপহাস করে এমন অজ্ঞান।  
 কৃষ্ণ যাঁরে মানে এরা করে অপমান।  
 প্রকারেতে অপমান হন ভগবান।।